15.05.2021

লোক সাহিত্য

সংজ্ঞা :- 'লোক' অর্থাৎ জন বা মানুষ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুযায়ী সাহিত্য হল- 'সহিত' শব্দ থেকে সাহিত্য শব্দের উৎপত্তি অতএব ধাতুগত অর্থ ধরিলে সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মিলন কেবল ভাবে ভাবে, ভাষায় ভাষায়, গ্রন্থে গ্রন্থে মিলন -তা নয়, মানুষের সঙ্গে মানুষের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, দূরের সঙ্গে অন্তরঙ্গের যোগসাধন, সুতরাং লোকসাহিত্যে লোক সংযোজক মাত্র,

লোকসাহিত্যের শ্রেণিবিভাগ :- লোকসাহিত্যের প্রধান শাখা গুলি হল – ১. লোকসঙ্গীত, ২. ছড়া, ৩. ধাঁধাঁ, ৪. প্রবাদ, ৫. লোককথা, ৬. গীতিকা, ~~৭. লোকনাট্য~~ ৮. ইত্যাদি.

১. লোকসঙ্গীত :- যা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করে গীত হবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাকে লোকসঙ্গীত বলে,

লোকসঙ্গীতকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় – 1. ধর্মীয় প্রেরনা জাত লোকসঙ্গীত এবং 2. ধর্মীয় প্রেরনা নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীত,

1. ধর্মীয় প্রেরনাজাত লোকসঙ্গীত :- ধর্মীয় প্রেরনাজাত লোকসঙ্গীতকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা:- ক. ধর্মাচারমূলক, খ. প্রার্থনামূলক, গ. স্তুতিচারণমূলক, ঘ. কৃষিব্রতমূলক.

ক. ধর্মাচারমূলক লোকসঙ্গীত :- ধর্মাচারমূলক লোকসঙ্গীত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পরিবেশিত এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় কর্তৃক পরিবেশিত সঙ্গীত, যেমন- বাউল, মুর্শিদি ইত্যাদি,

খ. প্রার্থনামূলক লোকসঙ্গীত :- এই সঙ্গীতগুলি কোনো একটি বিশেষ প্রার্থনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত।
যেমন- হুদুমার গান, চোরচুন্নীর গান ইত্যাদি।

গ. স্মৃতিচারণমূলক লোকসঙ্গীত :- এই সঙ্গীতগুলি স্মৃতি-তর্পনের উদ্দেশ্যে রচিত হয়, যেমন- জারি গান, জাগ গান ইত্যাদি।

ঘ. কৃষিব্রতমূলক লোকসঙ্গীত :- কৃষিব্রতকেন্দ্রীক আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত এগুলি। যেমন- ভাদু, টুসু, মেছেনী, পৌষপার্বন ইত্যাদি।

19.05.21

2. ধর্মীয় প্রেরণ নিরপেক্ষ লোকসঙ্গীত :-

ক. কর্মসঙ্গীত :- কর্মের পরিশ্রম লাঘব করা, কর্মে উদ্দীপনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এই গানগুলি গাওয়া হয়, সমবেতভাবে ~~সমবেত~~ কর্মের সময় গান গাইলে কর্মটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এমন বিশ্বাস ছিল।
যেমন- ~~ছাদ~~ পাট কাটার গান, নৌকা বাইচের গান, ধানকাটার গান, ছাদ পেটানোর গান এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

খ. পারিবারিক বিনোদনমূলক সঙ্গীত :- বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে এই লোকসঙ্গীতগুলি গীত হয়। এখানে সাধারণত নারী ~~সমাজের~~ প্রাধান্যই চোখে পড়ে, গর্ভধারণ, ~~ব~~ সাধভক্ষণ, বিবাহসঙ্গীত এই ধারার অন্তর্গত।

গ. বৃত্তিমূলক লোকসঙ্গীত :- এই ধরনের গানগুলি বিশেষ বৃত্তিজীবীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট,
যেমন- পটুয়া সঙ্গীত, সাপুড়ের গান, বিরুয়া গান, বৈরালী গান।

ঘ. প্রেমসঙ্গীত :- প্রকৃতপক্ষে লোকসঙ্গীতের সবকটি ধারাকেই যেমন কৃষিজীবী আকৃষ্ট করে রেখেছে, সেই সঙ্গে প্রেমের আবেদন লোকসঙ্গীতের নান্দনিকতার অন্যতম প্রকাশ। ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া, বারোমাসী, প্রেমের লোকসঙ্গীত রূপেই চিহ্নিত হয়।

ঙ. বর্ণনামূলক লোকসঙ্গীত :- প্রেমের গানের বিবৃতি ধর্মীতা আরও প্রাধান্য পায় এ জাতীয় সংগীতে। গাজনের গান, গম্ভীরা ও মেছেনী, চোরচুন্নীর মধ্যে এই বিবৃতিধর্ম পাকতি গৃহীত।

চ. জাগরণের লোকসঙ্গীত :- গণ জাগরণের উদ্দেশ্যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে লোকসমাজে এ জাতীয় গানের প্রচলন দেখা যায়। সামাজিক সচেতনতা লোকসঙ্গীতের অন্যতম সম্পদ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ডাকে পূর্ববঙ্গে এই ধরনের গান বহুল প্রচারিত হয়-

" ত্যাজ বিলাতীবসন, বিলাতীভূষণ, বিলাতীচিনি ও লবণ
কেহ আর কোরোনা গ্রহণ।"

21.05.21

২. ছড়া

অসংলগ্নভাবের অন্ত্যমিলযুক্ত চিত্রসমৃদ্ধ যে লৌকিক সৃষ্টি আমরা পাই তা হল ছড়া। কবিতার সঙ্গে ছড়ার মূল পার্থক্য হল - কবিতার মধ্যে থাকে মূলত একটি ভাব, ছড়াগুলিতে অজস্র ভাব, কারণ এইগুলি সৃষ্টির পশ্চাদে থেকে গেছে ছেলে ভোলানো নানা কাজকর্ম। যেমন- স্নান করালে, ঘুম পাড়ানো ইত্যাদি, শিশু চেয়েছে তার কল্পনার রাজ্যে একের পরিবর্তে অনেকভাব, তাই এমন দৃশ্য ছড়ার রাজ্যে খুব দুর্লভ নয়, যেখানে ফুটে ওঠে ছবির পর ছবি।-

"নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে
দুই পাড়ে দুই কাতলা ভেসে উঠেছে
কে দেখেছে কে দেখেছে দাদা দেখেছে
দাদার হাতে কলম ছিল ছুঁড়ে মেরেছে
উঃ দা বড্ড লেগেছে।"

- কন্যা বিদায় বিষয়ক ছড়াগুলিতে মূলত একটি ভাবই প্রকাশ পেয়েছে। ফলে এগুলির সাহিত্যমূল্যও গেছে বেড়ে।-

"তালগাছ কাটম বোসের বাটম গৌরী এল ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর আমি করব কি

P.T.O

টাকাভেঙে ঝুমকা দিলাম কানে সোনা কড়ি
বিয়ের বেলায় দেখে এলাম বুড়োর চাপ দাড়ি।"

— কোনো কোনো ছড়ায় ছুঁয়ে আছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ, যেমন- নিম্নের ছড়াটিতে আছে বর্গির প্রসঙ্গ—

"ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেবো কিসে।"

৩. ধাঁ ধাঁ

ধাঁ ধাঁ বর্তমানে শিশুর খেলার বিষয় হলেও অবজ্ঞায় এর সামাজিক মূল্য ছিল প্রচুর। দেশের রাজা নির্বাচনে, বিবাহের পাত্রপাত্রী নির্বাচনে ধাঁ ধাঁ-র প্রচল ছিল ঋকবেদে, উপনিষদে। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে ধাঁ ধাঁ-র প্রচুর ব্যবহার হয়। ধাঁ ধাঁ-র মধ্যে আছে শিশুর অদম্য কৌতূহল, বৈজ্ঞানিকের পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা ও কবি দৃষ্টি। সৌন্দর্য সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে নিম্নের দুটি ধাঁ ধাঁ-তে —

1. বন থেকে বেরোলো টিয়ে সোনার টোপর মাথায় দিয়ে
— আনারস।

2. একটু খানি গাছে রাঙা বউটি নাচে — লাল লঙ্কা।

৪. প্রবাদ

"A proverb is a short sentence best on a long experience." ——

অর্থাৎ, 'প্রবাদ' জীবননিষ্ঠ এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রসূত। প্রবাদ মূলত নারীর এক অতি শক্তিশালী সম্পদ, পরিবারের হাতে, সমাজের হাতে, পুরুষের হাতে আঘাত আর খেয়ে খাওয়া নারী তুলে নিয়েছেন প্রবাদের অস্ত্র, মা ছাড়া প্রবাদের রাজ্যে এমন কোনো পারিবারিক [illegible] সামাজিক চরিত্র নেই যিনি সমালোচনার হাত থেকে অব্যাহত পেয়েছেন, কিন্তু মা সম্পর্কিত প্রবাদগুলি বড়োই স্নিগ্ধ, পবিত্র —

"মা'র হাড় যদি মাটিতে থাকে পোঁতা
মাটি থেকে বলে ওঠে বাছা আমার কোথা?"

— প্রবাদের রাজ্যে সবচেয়ে বিকৃতি, তিরস্কৃত, সমালোচিত এবং নিন্দিত চরিত্র শাশুড়ী, বধূ, ননোদ, জামাই, বিশেষ করে শাশুড়ী-বধূ

এবং বধূ-ননোদিনী চরিত্রগুলিতে আছে সমাজজীবনের নানা বৈষম্যমূলক চিত্র, শাশুড়ি ও বধূর চালে আসার জন্য দুটি ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ছিল, ছোটোটি বধূর, শাশুড়ির হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়ায় বউ আনন্দিত হলে শাশুড়ি বলে—

"ছোটো সরাটি ভেঙে গেছে বড়ো সরাটি আছে
নাচো কোঁদো বেল বউ আমার হাতের আটকাল আছে।"

—যখন এমন শাশুড়ী মারা গেলে বউ যে খুশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কী—

"শাশুড়ী ম'ল সকালে
খেয়ে দেয়ে যদি বেলা থাকে তো কাঁদব আমি বিকালে।"

—ননোদিনী সম্পর্কিত প্রবাদগুলি বিদ্বেষমূলক, ননোদিনী স্নান করতে যাওয়ার সময় বুঝিয়ে তাকে টেনে নিয়ে যায়, বধূ সে কথাই শাশুড়ীকে বলে অনেক পরে—

"ভালো কথা মনে পড়ল আঁচাতে আঁচাতে
ঠাকুর ঝিকে নিয়ে গেল নাচাতে নাচাতে।"

—অনেকসময় বধূ স্বামী অপদার্থতাও চাপিয়ে দেন শাশুড়ীর ওপর—

~~ঠাকুর~~ "ঠাকুরুনের গর্ভচমৎকার দিয়েছেন বাঁদর অবতার।"

28.05.21

লোককথা

লোককথা একসময় সমস্ত লোকসাহিত্যকে বোঝাত, বাংলা লোককথার মূলত তিনটি ধারা — রূপকথা, পশুকথা, এবং ব্রতকথা, রাক্ষস-খোক্কস, রাজপুত্র-রাজকন্যা, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র এদের নিয়েই রূপে কথার জগৎ, রূপ কথায় অসম্ভব অসম্ভাবের মধ্যে আছে সম্ভাব্যতা, প্রকৃত পক্ষে এগুলি রূপকথা। Happy Ending সমস্ত রূপকথার শেষ, রূপকথার জগৎ-এ দু' শ্রেণির চরিত্র থাকে — সাদা অথবা কালো। পশু-কথায় দেখানো হয় খুব কম বলশালী পশুরা কীভাবে বুদ্ধিতে পর্যুদস্ত করে তথাকথিত শক্তিশালী পশুদের, পশুকথা গুলিতে আছে মানবিকরূপ এবং আর্য-অনার্য ভাবনা, ব্রতকথা মূলত দু'প্রকার — কুমারী ব্রত, যেখানে কুমারী নারীদের আগামী জীবনের আশা-স্বপ্নমূর্ত, সধবা ব্রতেও আছে সার্বিক মঙ্গল-কামনা, নদীর ঘাটে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রার্থনা করত। যেন ভালো থাকে যাদের —

> "ভাই গেছে বাণিজ্যে, বাপ গেছে বাণিজ্যে, সোয়ামী গেছে বাণিজ্যে।"

29.05.21

উপসংহার -

লোকসাহিত্যের মধ্যে আছে প্রচুর কাব্যিক উপাদান, এ প্রসঙ্গে আমাদের প্রথমেই মনে আসে ময়মনসিংহ গীতিকার কথা, যা পরিপূর্ণ লোকসাহিত্য। মহুয়া পালায় কৃত্রিম ক্রোধ-প্রকাশ করে নদের চাঁদকে বলে —

> "লজ্জা নাই রে নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর
> গলায় কলসি বাইন্ধ্যা জলে ডুইব্যা মর,"

— তার উত্তরে জমিদার পুত্র নদের চাঁদ নারীদেহকে গহীন গাঙের সঙ্গে উপমিত করে তাতে ডুবে মরার কথা বলে, তাতে সমস্ত বাংলার লোকসাহিত্যকে অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী করে —

> "কোথা পাইমু কলসি কন্যা কোথা পাইমু দড়ি
> তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি,"